

# ■■ মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ৪৬৭৭

পর্ব-২৫: শিষ্টাচার (كتاب الآداب)

পরিচ্ছেদঃ ৩. প্রথম অনুচ্ছেদ - করমর্দন ও আলিঙ্গন

بَابُ الْمُصافَحةِ وَالْمُعَانَقَةِ

### আরবী

عَن قتادةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَنسٍ: أَكَانَتِ الْمُصَافَحَةُ فِي أَصِدَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نعم. رَوَاهُ البُخَارِيّ

#### বাংলা

৪৬৭৭-[১] কতাদাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীদের মধ্যে কি করমর্দনের রীতি প্রচলিত ছিল? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ। (বুখারী)[1]

## ফুটনোট

[1] সহীহ : বুখারী ৬২৬৩, তিরমিয়ী ২৭২৯, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৭২২, 'বায়হাকী'র কুবরা ১৩৯৫২।

#### ব্যাখ্যা

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ সাক্ষাতের সময় মুসাফাহ্ করা মুস্তাহাব। তবে 'আসরের পর এবং ফজরের



পর মানুষের যে মুসাফাহ্ প্রচলন আছে শারী'আতে এমন কোন নিয়ম-নীতি নেই। তবে এভাবে মুসাফাহ্ দোষ নেই। কারণ মুসাফাহার মূল হলো সুন্নাত। তবে কোন সময় বেশি মুসাফাহ্ করা বা সব সময়ে অধিক মুসাফাহ্ করা শারী'আহ্ বহির্ভূত কাজ নয়।

হাফিয ইবনু হাজার 'আসকালানী (রহিমাহুল্লাহ) ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ)-এর বিপরীত মত পোষণ করেন।
তিনি বলেনঃ কোন বিদ্বান ব্যক্তির জন্য কোন সময়কে নির্দিষ্ট করাকে মাকরূহ বলেছেন। আবার কেউ বলেন,
এমন দলীল শারী'আতে নেই। 'আল্লামা কারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ সে কারণে আমাদের কোন 'আলিম এ ধরনের 'আমলকে মাকরূহ এবং নিন্দনীয় বিদৃ'আত বলেন।

তুহফাতুল আহ্ওয়ায়ী গ্রন্থকার হাফিয ও কারীর মতকে সমর্থন করেন। 'আবদুস্ সালাম তাঁর القواعد বলেন, মুসাফাহার জন্য কোন সময়কে নির্দিষ্ট করা মুবাহ-বিদ্'আত। অনুরূপভাবে কারী 'আল্লামা বাশীরুদ্দীন কারুজী দুই ঈদের পরে মুসাফাহ্ ও মু'আনাকা করাকে بدعة مذمومة বা নিন্দনীয় বিদ্'আত বলেছেন। তবে 'আল্লামা শাওকানী (রহিমাহুল্লাহ) বিদ্'আতের ভাগকরণকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করেছেন। (তুহফাতুল আহ্ওয়ায়ী ৭ম খন্ড, হাঃ ২৭২৯)

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি 🛘 বর্ণনাকারীঃ কাতাদাহ (রহঃ)

👲 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন